প্রথম আলো

তারিখ 7 MAR 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিআইটি রাজশাহীর দ্বিতীয় সমাবর্তন

৪টি বিআইটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে: প্রধানমন্ত্রী

রাজশাহী অফিস

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষা হবে জ্ঞানভিত্তিক, বাস্তবসম্মত, প্রায়োগিক এবং মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি) রাজশাহীর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার সম্প্রসারণই শেষ কথা হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার অর্থ শুধু ডিগ্রি এবং সার্টিফিকেট অর্জন নয়। সরকার চলতি বছরকে সুশিক্ষার বছর হিসেবে যে ঘোষণা করেছে তাকে অর্থবহ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত এবং যুগোপযোগী শিক্ষাদান নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজশাহীতে বিআইটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

প্রধানমন্ত্রী দেশে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানোর তাগিদ দিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রী

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলেন, আমরা দেশের চারটি বিআইটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার উদ্যোগ নিয়েছি। শিগগিরই রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো তিনটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হবে।

তিনি বলেন, মেয়েদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হচ্ছে। এ ছাড়া মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষার সহায়তার জন্য মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার সকল স্তরে 'শহীদ জিয়াউর রহমান আইসিটি স্কলারশিপ' ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষ করে দরিদ্র মেধাবী মেয়েদের জন্য আইসিটি শিক্ষায় 'প্রধানমন্ত্রী স্কলারশিপ' প্রবর্তন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের ১০ জন কৃতী ছাত্রের গলায় স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন। তিনি গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে সার্টিফিকেটও বিতরণ করেন।

বিআইটি রাজশাহীর বোর্ড অব গভর্নরসের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল অব বিআইটির চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক ও বিআইটি রাজশাহীর পরিচালক ড. কেরামত আলী মোল্লা। সমাবর্তন ভাষণ দেন অধ্যাপক এম এ মান্নান।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র মিজানুর রহমান মিনু, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব মোসাদ্দেক আলী, স্থানীয় এমপি, ফ্যাকাল্টি সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী সার্কিট হাউসে প্রধানমন্ত্রী

সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী সার্কিট হাউসে পুলিশ, বিডিআর ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করার মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

এর আগে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার আতিকুজ্জামান আহমেদ, পুলিশের ডিআইজি আনোয়ার হোসেন এবং বিডিআর সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সেলিম প্রধানমন্ত্রীকে রাজশাহীর উন্নয়ন কর্মসূচি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

পরে প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী নগরীর অদূরে বায়া নামক স্থানে ১ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত ছিন্নমূল শিশু-কিশোরী আবাসন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।